প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩১)ঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম -এর পরিবর্তে '৭৮৬' লিখা যাবে কি? অনেকে এর দলীল হিসাবে 'নেয়ামুল কুরআন' দেখিয়ে থাকেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনোয়ার বিন খায়রুয যামান
সাং- দক্ষিণ বোয়ালিয়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সূরায়ে নমল-এর ৩০ নং আয়াত। এতে ১৯টি হরফ রয়েছে। যা পাঠ করলে প্রতি হরফে ১০টি করে নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু '৭৮৬' একটি সংখ্যা মাত্র, যা বিসমিল্লাহ্কে আবজাদী নিয়মে গণনা করে ঠিক করা হয়েছে। দু'টির মান, অর্থ ও তাৎপর্য কখনোই এক নয়। যেমন 'আবদুল্লাহ' শব্দটি আবজাদী নিয়মে গণনা করলে ১৪২ হয়। 'আলহামদুলিল্লাহ'-কে গণনা করলে ১৫৭ হয়। এক্ষণে যদি কেউ আবদুল্লাহ নামক ব্যক্তিকে ১৪২ বলে ডাকে এবং আলহামদুলিল্লাহ-এর পরিবর্তে ১৫৭ বলে, তাতে যেমন উদ্দেশ্য সফল হয় না, তেমনি এর দ্বারা অন্য কিছুও বুঝানো হ'তে পারে। অতএব আল্লাহ্র কোন আয়াতের এরূপ বিকৃতি তাকে নিয়ে খেলা ও ব্যঙ্গ করারই শামিল। দ্বিতীয়তঃ 'নেয়ামুল কুরআন' একজন মানুষের লেখা গ্রন্থ। এতে অসংখ্য ভুল ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী কথা রয়েছে। এটাকে মূল কুরআন মনে করা অজ্ঞতা বৈ কিছুই নয়। এইসব কিতাব থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ।

প্রশ্ন (২/৩২)ঃ দাঁড়িয়ে পানি পান করা কি জায়েয? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
পোঃ কুশখালী
থানা+যেলাঃ সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বসে পানি পান করাই উত্তম। তবে প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানি পান করা জায়েয আছে। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন'। *-মুসলিম হা/২০২৪।* আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পানি পান না করে। যদি ভুলক্রমে পান করে তবে সে যেন বমি করে দেয়'। *-মুসলিম হা/২০২৬।*

তবে অন্যান্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কখনো কখনো দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন। হযরত আলী ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কখনো দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়'। *-বুখারী (ফৎহ সহ) ১০ম খণ্ড ৭১ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৮৮১ সনদ হাসান।* দাঁড়িয়ে পানি পান করা সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার হাদীছগুলি কওলী এবং জায়েযের হাদীছগুলি ফে'লী। সে কারণে বসে পানি পান করাই উত্তম। তবে দাঁড়িয়ে পানি পান করা জায়েয। *-রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭৬৭-৭৭২।*

প্রশ্ন (৩/৩৩)ঃ ঘুমের কারণে যদি 'ছালাতুল লায়ল' বা তাহাজ্জুদের ছালাত পড়তে না পারে তাহ'লে উক্ত ছালাত দিনে পড়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নঈমুদ্দীন
সাং- সারাংপুর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদের ছালাত ক্বাযা হ'লে দিনে পড়া যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তন্দ্রা বা ঘুমের কারণে রাতের ছালাত আদায় করতে না পারলে দিনে আদায় করতেন'। *-তিরমিযী হা/৪৪৩ সনদ হাসান ছহীহ।*

তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, উক্ত ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে আদায় করা মুস্তাহাব। *-তোহফা ২য় খণ্ড ৪৩০ পৃঃ।* এর অর্থ এই নয় যে, না পড়লে পাপ হবে। পড়া ভাল, না পড়লে গোনাহ হবে না। অনেকেই মনে করেন এটা পড়তেই হবে। এ ধারণা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (৪/৩৪)ঃ ঈদের দিন সকালে যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহ'লে ঐ সন্তানের ফিৎরা দিতে হবে কি? কুরআন-হাদীছের আলোকে জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-আবদুল্লাহ আল-মামুন
পোঃ দরবস্ত
থানাঃ জৈন্তাপুর, সিলেট।

উত্তরঃ ঈদের দিন সকালে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার ফিৎরা আদায় করতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদের স্বাধীন ব্যক্তি, দাস, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের উপর এক 'ছা' করে খাদ্য শস্য ছাদাকাতুল ফিৎর হিসাবে ফরয করেছেন। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*

http://islaminonesite.wordpress.com

উপরোল্লিখিত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছোট বাচ্চাদেরও ফিৎরা আদায় করতে হবে। এখানে ছোটর কোন নিম্ন বয়স উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই ঈদের দিন সকালে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ছোট হিসাবে তারও ফিৎরা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (৫/৩৫)ঃ আমি হজ্জ করতে গিয়ে হারাম শরীফে বহু জানাযার ছালাত আদায় করেছি। সঊদী ইমামগণ শুধু ডান দিকে সালাম ফিরাতেন। অথচ আমরা ডান ও বামে সালাম ফিরিয়ে থাকি। কুরআন ও হাদীছের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবেন।

-কেরামত আলী
আতর আলী রোড
থানা+যেলাঃ মাগুরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে ডানে ও বামে সালাম ফিরানোর ছহীহ হাদীছ রয়েছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ৩টি বৈশিষ্ট্য ছিল তন্মধ্যে একটি হচ্ছে জানাযার সালাম ছালাতের সালামের ন্যায়। অর্থাৎ ছালাতে যেভাবে দু'দিকে সালাম ফিরাতেন ঠিক জানাযার ছালাতেও তেমনি দু'দিকে সালাম ফিরাতেন। *-বায়হাক্বী ৩/৩৪ পৃঃ; তাবারাণী কাবীর; ইমাম নববী, আল-মাজমূ ৫/২৩৯ পৃঃ।* তিনি বলেন, سنده جيد *(সনদ ভাল)। বিস্তারিত দেখুনঃ যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৫১০ পৃঃ।* অতএব এ নিয়ে বাড়াবাড়ী করা অনুচিত।

প্রশ্ন (৬/৩৬)ঃ 'উশর' শব্দের অর্থ দশ ভাগের এক ভাগ। অথচ আমরা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত প্রাদানকেও 'উশর' বলে থাকি? এর তাৎপর্য কি?

-আব্দুল জাব্বার
পোঃ হাট শ্যামগঞ্জ
থানাঃ ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'উশর' ও 'নেছফে উশর' দু'টি পরিভাষাই হাদীছে বর্ণিত আছে। দু'টির নেছাব (পরিমাণ) দুই রকম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আসমানের পানি দ্বারা যে ফসল উৎপন্ন হবে সে ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ 'উশর' দিতে হবে। আর সেচ দ্বারা যে ফসল উৎপন্ন হবে তার 'নেছফে উশর' অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। *-বুখারী ১ম খণ্ড ৩৭৭ পৃঃ; আবুদাউদ হা/১৫৯৬; নাসাঈ ১ম খণ্ড ৩৪৪ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড ১২৫ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৮১৭; ইবনুল জারুদ হা/১৮০।* 'উশর' যেহেতু বহুল প্রচলিত, সেহেতু 'নেছফে উশর'ও 'উশর' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

প্রশ্ন (৭/৩৭)ঃ মাগরিবের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সম্পর্কে জানতে চাই।

-মোস্তফা
পোঃ হাপানিয়া
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ মাগরিবের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সম্পর্কে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মাগরিবের ছালাতের পূর্বে তোমরা দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। মাগরিবের...। তৃতীয় বার তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে। *-বুখারী ৩য় খণ্ড ৪৯ পৃঃ; আবুদাউদ হা/১২৮১।*

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মাগরিবের পূর্বে ও পরে দু' দু'রাক'আত করে ছালাত আদায় করতাম। জিজ্ঞেস করা হ'ল, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কি পড়তেন? তিনি বললেন, আমাদেরকে পড়তে দেখতেন। কিন্তু তিনি নির্দেশও দিতেন না নিষেধও করতেন না। *-মুসলিম হা/৮০৬।*

এতদ্ব্যতীত একটি 'আম হাদীছও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بين كل اذانين صلاة... 'দুই আযানের অর্থাৎ আযান ও ইক্বামতের মধ্যে ছালাত রয়েছে'।

অতএব মাগরিবের আযানের পরে ও ইক্বামতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (৮/৩৮)ঃ বর্তমানে বিবাহ অনুষ্ঠানে গরীবদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদের বেছে বেছে ওয়ালীমার দাওয়াত দেওয়া হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আব্দুল হাফীয
নাযিরাবাজার
ঢাকা।

উত্তরঃ এরূপ কার্য শরীয়ত সম্মত নয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিকৃষ্ট খাদ্য হচ্ছে ঐ ওয়ালীমার খাদ্য, যে ওয়ালীমায় শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরীবদেরকে বাদ রাখা হয়।.... *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১৮।*

http://islaminonesite.wordpress.com

সুতরাং বর্তমান সমাজে প্রচলিত যে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে গরীবদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়, সে অনুষ্ঠানের খাবার যত উন্নত মানের হউক না কেন, আল্লাহ্‌র নিকটে তা নিকৃষ্ট খাবার হিসাবে পরিগণিত।

প্রশ্ন (৯/৩৯)ঃ এক সাথে দু'জন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আবদুল লতীফ
গ্রামঃ রাজাবাড়ী
পোঃ পাকবালীঘর
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এক সাথে একাধিক মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া জায়েয। তবে এক্ষেত্রে পুরুষদেরকে ইমামের সামনে পশ্চিম দিকে ধারাবাহিক ভাবে সাজাতে হবে। তারপর একই লাইনে পুরুষের পাশ হ'তে পশ্চিম দিকে মহিলাদের সাজাতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একদা ৯ জন পুরুষ ও নারীর জানাযা পড়িয়েছিলেন। ইমামের সামনে পশ্চিম দিকে পুরুষ ও নারীকে পর পর সাজিয়েছিলেন। একদা আমর ইবনুল 'আছ একজন মহিলা ও একজন ছেলের জানাযা এক সাথে পড়েছিলেন। *-আলবাণী, আহকামুল জানায়েয ৫১/৫২ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১০/৪০)ঃ মৃত জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গকে আগুনে পুড়ানো যাবে কি?

-গোলাম কিবরিয়া
গ্রাম+পোঃ পানিহার
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ মৃত হৌক বা জীবিত হৌক আগুন দিয়ে পুড়ানো যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শাস্তি প্রদান করতে নিষেধ করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে কোন এক যুদ্ধে পাঠান। অতঃপর কুরায়েশ বংশের দু'জনের নাম উল্লেখ করে বলেন, তোমরা যদি তাদের পাও তাহ'লে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিও। অতঃপর আমাদের বের হওয়ার সময় বললেন, আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে পুড়িয়ে মারতে বলেছিলাম। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারে না। কাজেই তোমরা তাদেরকে হত্যা করিও। *-বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন ৪৭৭ পৃঃ 'আগুন দ্বারা শাস্তি প্রদান' অধ্যায়।* ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে পিপিলিকা পুড়িয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বলেন, আগুনের প্রতিপালক ব্যতীত কারো জন্য আগুন দ্বারা শাস্তি প্রদান করা জায়েয নয়। *রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ঐ।*

প্রশ্ন (১১/৪১)ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের পক্ষ থেকে কনের জন্য মোহরানা ধার্য করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শাড়ী, ব্লাউজ, কসমেটিকস সহ যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান করা হয়, সেগুলো মোহরানার মধ্যে গণ্য করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ফায়ছালা দানে বাধিত করবেন।

-ইকবাল হোসায়েন
ধনেশ্বর, পাইকড়া
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের পক্ষ থেকে কনেকে যা প্রদান করা হয় বর ইচ্ছা করলে তা 'মোহর' হিসাবে গণ্য করতে পারে। কারণ, অল্প বস্তুকেও ইসলামী শরীয়ত 'মোহর' হিসাবে গণ্য করেছে। সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পন করলাম। তারপর মহিলাটি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকল। তখন একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রয়োজন না থাকলে আমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার নিকট মোহর প্রদানের কিছু আছে কি? লোকটি বলল, আমার নিকট পরনের লুঙ্গি ব্যতীত অন্য কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি একটা লোহার আংটি হ'লেও খুঁজে দেখ। সে খুঁজলো কিন্তু কিছুই পেল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কুরআন জান কি? লোকটি বলল, এই এই সূরা জানি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তোমার সাথে তার বিবাহ দিলাম তোমার জানা কুরআনের বিনিময়ে। তুমি তাকে কুরআন শিখিয়ে দিয়ো। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ অনুষ্ঠানের যাবতীয় বস্তু 'মোহর' হ'তে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি লোহার আংটিকেও 'মোহর' করতে চেয়েছেন। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৭৭ পৃঃ।* তবে বিবাহ অনুষ্ঠানে বর ইচ্ছা করলে হাদীয়া স্বরূপ কিছু প্রদান করতে পারে।

প্রশ্ন (১২/৪২)ঃ খুৎবা চলাকালীন সময়ে ইমাম ছাহেবের সঙ্গে মুক্তাদীগণ প্রয়োজনীয় কোন কথা বলতে পারে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল লতীফ
সাং- রাজপুর
সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ খুৎবা চলাকালীন সময়ে ইমাম ছাহেবের সঙ্গে মুক্তাদী এবং মুক্তাদীর সঙ্গে ইমাম ছাহেব প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারেন। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খুৎবা চলাকালে জনৈক গ্রামবাসী এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! পরিবার ও জীব-জন্তু ধ্বংস হ'ল'। -*বুখারী ১ম খণ্ড ১৪০ পৃঃ*। অপর হাদীছে আছে- এক ব্যক্তি জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? লোকটি জওয়াব দিল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, দাঁড়াও! দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর'। -*বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৪৪৫*। সুতরাং খুৎবা চলা কালে ইমাম-মুক্তাদী প্রয়োজনে কথা বলতে পারে।

উল্লেখ্য যে, মুক্তাদীগণ নিজেরা কথা বলতে পারবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিন খুৎবা চলাকালে কেউ যদি কথা বলে তাহ'লে সে গাধার বোঝা বহন কারীর ন্যায়। আর কেউ যদি তাকে চুপ থাকতে বলে তাহ'লে তার জুম'আ হবে না (অর্থাৎ সে পূর্ণ নেকী পাবে না)। -*আহমাদ, বুলূগুল মারাম, হা/৪৪৩ সনদ ছহীহ*।

প্রশ্ন (১৩/৪৩)ঃ জনৈক মাওলানা ছাহেবের নিকট শুনলাম যে, যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে বাড়ি থেকে ওযূ করে মসজিদে গিয়ে ছালাতের শেষ পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকে, সে ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ হাযার নেকী পাবে। এরূপ নেকীর সত্যতা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা জানতে চাই।

-আনোয়ার হোসায়েন
গ্রামঃ নড়িয়াল
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ জুম'আর দিন বাড়ী থেকে ওযূ করে মসজিদে গিয়ে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকলে সাত কোটি সাত লক্ষ সত্তর হাযার নেকী পাবে কথাটা আদৌ সত্য নয়। তবে জুম'আর দিন মসজিদে গিয়ে কিছু ছালাত আদায় করে খুৎবার শেষ পর্যন্ত চুপ থাকার ফযীলত ছহীহ হাদীছ সমূহে পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কেউ যদি জুম'আর দিন গোসল করে মসজিদে আসে এবং সম্ভবপর কিছু ছালাত আদায় করতঃ খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে, অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার দু'জুম'আর মধ্যেকার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং আরো তিন দিন বেশী ক্ষমা করা হবে। -*মুসলিম, মিশকাত ১২২ পৃঃ*।

প্রশ্ন (১৪/৪৪)ঃ আমি একটি জারী গানের ক্যাসেটে শুনেছি যে, হযরত ওছমান (রাঃ) -এর বাড়ীতে নাকি বিরাট এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে নবী করীম (ছাঃ) সহ আরবের প্রায় সকল মুসলমানকে দাওয়াত করা হয়। কিন্তু ওছমান (রাঃ)-এর স্ত্রী ও মহানবী (ছাঃ)-এর কন্যা কুলছুম তাঁর বোন ফাতেমা (রাঃ)-কে দারিদ্র্যের কারণে দাওয়াত করেনি। ফলে নবী করীম (ছাঃ) সহ সকলে খেতে বসে দেখে, সমস্ত খাবার কয়লায় পরিণত হয়েছে। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে কুলছুম ফাতেমা (রাঃ)-কে দাওয়াত দিলে কয়লা পুনরায় খাবারে পরিণত হয় এবং ফাতেমা (রাঃ) নিজে সকলকে খাবার পরিবেশন করেন। এই ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-রফীকুল ইসলাম
মধ্যম মাগুরিয়া
হলায়জানা মাদরাসা
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। উক্ত ঘটনায় কুলছুমের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে, যা কবীরা গুনাহ। -*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭ পৃঃ*। কারণ কুলছুম ও ফাতেমার মধ্যে এমন কোন শত্রুতা ছিল না, যার কারণে কুলছুম ফাতেমাকে ছেড়ে অন্যান্যদের দাওয়াত করবেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেতে বসবেন অথচ খাবার কয়লা হয়ে যাবে। এমন অবমাননাকর ঘটনা কখনো ঘটতে পারে না। কাজেই এ ধরণের মিথ্যা ও ইসলামের অবমাননাকর ক্যাসেট শুনা হ'তে বিরত থাকা যরূরী। সাথে সাথে মহানবী (ছাঃ)-এর বংশের প্রতি মিথ্যা অপবাদ সম্বলিত এরূপ ক্যাসেটের উপর রাষ্ট্রীয় ভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত।

প্রশ্ন (১৫/৪৫)ঃ আমরা জানি যে, আহলেহাদীছগণ মাযহাব মানেন না। তবে সাধারণ লোক আলেমদের নিকট থেকেই মাসআলা জেনে থাকে এবং সে মোতাবেক আমল করে থাকে। আমরা তো সবাই আলেম নই। আমাদেরকে কোন না কোন আলেমের স্বরণাপন্ন হ'তে হয়। আর এটাই তখন মাযহাব হয়ে যায়। অপরদিকে আহলেহাদীছগণও অনেক আলেমের যুক্তি পেশ করে থাকেন। ফলে তারাও মাযহাব মেনে থাকে। দয়া করে এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন।

- এস,এম,এ গোফার হুসায়েন
অফিস সহকারী
ডিসি অফিস, নওগাঁ।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ তাক্বলীদ ও ইত্তেবা দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। শারঈ বিষয়ে বিনা দলীলে কারু কোন কথা মেনে নেওয়াকে 'তাক্বলীদ' বলে (মুসাল্লামুছ ছুবূত ৬২৪ পৃঃ)। পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণকে 'ইত্তেবা' বলে (আল-কাওলুল মুফীদ পৃঃ ১৪)। কুরআন ও হাদীছে মুসলিম উম্মাহ্কে ইত্তেবায়ে রাসূলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাক্বলীদে ইমামের নয়। শারঈ বিষয়ে জানার থাকলে তা দলীল সহকারে জেনে নেওয়ার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন (আম্বিয়া ৭)। আহলেহাদীছগণ সেটাই করে থাকেন। তারা কোন একজন বিদ্বানকে নির্দিষ্টভাবে মানেন না বা তাঁর কোন কথাকে বিনা দলীলে গ্রহণ করেন না। তাদের নিকটে ভুল শুদ্ধ যাচাইয়ের একমাত্র মানদণ্ড হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অতএব যখন কোন সাধারণ মানুষ কোন আলেমের নিকটে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করেন তখন তা মাযহাব মানা বা তাক্বলীদ করা হয় না বরং তা হয় ইত্তেবা করা। অতএব সাধারণ মানুষ আলেমদের নিকটে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করবেন কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রমাণ সহকারে যাতে কল্যাণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদের নিকট দু'টো জিনিস রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা সে দু'টি থেকে ফায়ছালা গ্রহণ করবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কেতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত। *-মুওয়াত্তা, মিশকাত ৩১ পৃঃ।* আর আহলেহাদীছগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করে থাকেন।

তবে ইজতেহাদী বিষয় সমূহে আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীনের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন।

প্রশ্ন (১৬/৪৬)ঃ আযানের দো'আ থাকা সত্ত্বেও দরূদ শরীফ পড়া হয় কেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-হাবীবুর রহমান
দক্ষিণ ফুলবাড়ী
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আযানের দো'আ থাকা সত্ত্বেও দরূদ পড়তে হয় এ জন্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আযানের পর দরূদ পড়তে বলেছেন। তারপর আযানের দো'আ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা মু'আয্যিনকে আযান দিতে শোন, তার উত্তরে তাই বল, সে যা বলে। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য 'অসীলা' চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতে একটি উচ্চ মর্যাদার স্থান। যা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজনের জন্য উপযোগী। আমি আশা রাখি আমি সেই বান্দা। আর যে আমার জন্য উক্ত স্থান চাইবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে। *-মুসলিম, মিশকাত ৬৪ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১৭/৪৭)ঃ মাতা-পিতার অসুস্থ অবস্থায় তাদের উপযোগী কোন মহিলা বা পুরুষ না থাকলে নিজ ছেলে মাতা-পিতার শরীরের নাপাকী পরিষ্কার করতে পারে কি? পিতার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে প্রস্রাব করানোর জন্য ছেলে ক্যাথেড্রল পরাতে পারে কি?

-বযলুর রশীদ
যশোর।

উত্তরঃ পিতা-মাতার অসুস্থ অবস্থায় তাদের উপযোগী কোন মহিলা বা পুরুষ না থাকলে নিজ ছেলে তাদের সমস্ত স্থান হ'তে নাপাকী পরিষ্কার করতে পারে এবং পিতাকে প্রস্রাব করানোর জন্য ক্যাথেড্রলও পরাতে পারে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার অনুগত হ'তে এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে বলেছেন। বিশেষভাবে বৃদ্ধাবস্থায় (ইসরা ২৩৬)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার অনুগ্রহ ও সদাচরণের সবচেয়ে বেশী হক্বদার কে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪১৮।* সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা যখন যে সমস্যার সম্মুখিন হবে তখন সে সমস্যার সমাধান করার সবচেয়ে বড় হক্বদার হচ্ছে ছেলে-মেয়ে। কাজেই প্রশ্নোল্লেখিত অবস্থায় নিজ ছেলে-মেয়ে সব ব্যবস্থা নিতে পারে।

প্রশ্ন (১৮/৪৮)ঃ আমার স্বামী আমার মোহরানার টাকা দিয়ে আমার জন্য জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তা আমার স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা খেতে পারবে কি?

-মিসেস হালীমা
বাজেধনেশ্বর
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ স্ত্রী যদি তার নিজ সম্পদ হাদীয়া স্বরূপ সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীকে প্রদান করে, তাহ'লে তার স্বামী পরিবার সহ উক্ত সম্পদ ভোগ করতে পারবে। যা কুরআন ও ছহীহ

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'স্ত্রী যদি খুশী হয়ে তার মোহর থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তাহ'লে তোমরা তা খুশী হয়ে ভোগ করতে পার' (নিসা ৪)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন'। *-বুখারী, মিশকাত পৃঃ ১৬১।* আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে যদি গরু-ছাগলের একটি ক্ষুর খেতে দাওয়াত করা হয় নিশ্চয়ই আমি তা গ্রহণ করি। আর যদি আমাকে ছাগলের একটি রানও হাদীয়া দেওয়া হয়, আমি তা গ্রহণ করি'। *-বুখারী, মিশকাত ১৬১ পৃঃ।* সুতরাং স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার সম্পদ স্বামীকে প্রদান করলে স্বামী পরিবার সহ তা ভোগ করতে পারে।

প্রশ্ন (১৯/৪৯)ঃ জনৈক হুযূরের কাছে শুনেছি যে, মানুষের আত্মা দুই প্রকার। এক প্রকার তার মৃত্যুর সাথে সাথে বের হয়ে যায়। আর এক প্রকার আত্মা ৪০ দিন ধরে বাড়ীতে অবস্থান করে। ৪০ দিন পর খানা (চল্লিশা) দিয়ে কিছু আটা কুলায় রাখলে আটার উপর পা দিয়ে চলে যায়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ জামিরুল ইসলাম
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃত কথা হ'ল- মানুষের 'রূহ' বা আত্মা একটি। যা মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে বেরিয়ে যায় এবং মৃত ব্যক্তি কবর তথা 'আলামে বারযাখে থাকাকালীন সময়ে তার শরীরে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর মুনকার-নাকীর তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। মৃত ব্যক্তির 'রূহ' বাড়ীতে আসে এরূপ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (২০/৫০)ঃ কোন ব্যক্তির আমলনামা সমান সমান হয়ে গেলে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না জাহান্নামে প্রবেশ করবে? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ওয়াসিম
গ্রামঃ ছাতিয়ান পাড়া
পোঃ কি চক
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ যাদের আমলনামা সমান হবে তাদেরকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'আরাফ বাসী'। 'আরাফ' জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি উঁচু স্থানের নাম। যা প্রাচীর স্বরূপ। যাদের নেকী সেই পরিমাণ হবেনা যার ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং গোনাহও সেই পরিমাণ হবে না যার ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের স্থান হবে এই 'আ'রাফে'। অর্থাৎ গোনাহ ও নেকী সমান সমান হওয়ার কারণে না জাহান্নামে যাবে, না তারা জান্নাতে যাবে (আ'রাফ ৪৬, ৪৭)।

প্রশ্ন (২১/৫১)ঃ আমার এক আত্মীয় তার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করেছে। এই বিবাহ কি জায়েয হয়েছে? জায়েয না হ'লে সমাধান কি?

-কামরুয্যামান (পলাশ)
সহকারী শিক্ষক
পূর্ব মাতাপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়।

উত্তরঃ সহোদর ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকে যেমনভাবে বিবাহ করা নাজায়েয, অনুরূপভাবে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকেও বিবাহ করা নাজায়েয। সূরায়ে নিসার ২৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের ভ্রাতৃকন্যাকে তোমাদের জন্যে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে যদিও সে নিম্নস্তরের হয় না কেন'।

সমাধানঃ এ ধরণের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এর পরেও যদি বিবাহ বিচ্ছেদ না ঘটায়ে সংসার করতে থাকে তাহ'লে তা যেনা হিসাবে বিবেচিত হবে।

উল্লেখ্য, মুহরেমাতের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোন তালাকের প্রয়োজন নেই। তালাক ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

প্রশ্ন (২২/৫২)ঃ কোন ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় মারা গেলে তাকে কতবার গোসল দিতে হবে?

-মুহাম্মাদ নাঈমুদ্দীন
সাং- নেযামপুর ষ্টেশন
পোঃ বাকইল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

উত্তরঃ নাপাক অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে পৃথক পৃথকভাবে নাপাক ও মৃত্যুর জন্য গোসল না দিয়ে এক গোসল দিলেই যথেষ্ট হবে। যেমন ঋতুবর্তী মহিলা ঋতু থেকে ভাল হওয়ার সাথে সাথেই জুনুবী বা নাপাক হয়ে পড়লে তার জন্যে দুই গোসলের প্রয়োজন হয়না। এক গোসলই যথেষ্ট হয়। কারণ, গোসলের উদ্দেশ্য হ'ল মৃত ব্যক্তিকে পবিত্র করা। যা এক গোসল দ্বারাই হয়ে যায়। অতএব নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার জন্যে এক গোসলই যথেষ্ট হবে। *-মুগনী ৩২২ পৃঃ।*

প্রশ্ন (২৩/৫৩)ঃ স্ত্রী সহবাসে বীর্যপাত না হ'লে গোসল ফরয হবে কি?

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
গ্রামঃ রুদ্রপুর
পোঃ ধুলিহর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ স্ত্রী সহবাস করে বীর্যপাত না হ'লেও গোসল ফরয হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ সহবাস করে তখন গোসল ওয়াজিব হয়, যদিও বীর্যপাত না হয়'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৭, 'গোসল ওয়াজিব' অধ্যায়।*

প্রশ্ন (২৪/৫৪)ঃ কবর খনন কালে সেখানে কিছু হাড় পাওয়া গেলে সেই কবরে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা

http://islaminonesite.wordpress.com

যাবে কি? কবর খনন করতে গিয়ে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সেই কবর বাদ দিয়ে অন্য কোন স্থানে কবর খনন করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ হানারুল ইসলাম
গ্রামঃ ভরাট, পোঃ করমদী
থানাঃ গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ একটি কবরে লাশ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অন্য লাশ কবর দেওয়া জায়েয নয়। *-আবদুল্লাহ বিন জাবরীন, আহকামুল জানায়েয (রিয়ায, দারু ত্বাইয়েবা ১৪১৩ হিঃ) পৃঃ ১৪১।* অনুরূপভাবে শারঈ কারণ ব্যতীত কবর খনন করে লাশ উঠানোও জায়েয নয়। তবে যদি শারঈ কারণ দেখা দেয়, তবে কবর খনন করে লাশ উঠানো জায়েয আছে। *-আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ১০৭, পৃঃ ৬৯ ও ৯১।* এভাবে লাশ উঠানোতে হাড়-হাড্ডি ভাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে। তাতে লাশের অসম্মান করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, লাশের হাড্ডি ভাঙ্গা জীবিতের হাড্ডি ভাঙ্গার ন্যায়। *-মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৭১৪ 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ।* এক্ষণে কবর খনন করতে গিয়ে কোন মুমিন মৃতের হাড় পাওয়া গেলে তাকে সসম্মানে সেখানে বা অন্যত্র দাফন করে কবর তৈরী করা যাবে। তবে এব্যাপারে সর্বদা উক্ত হাড্ডির সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৫/৫৫)ঃ আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার দোকানে অনেক সময় ক্রেতা কেনা দ্রব্য ভুলবশতঃ রেখে যান। অনেকেই পরে সংগ্রহ করেন, আবার অনেকে ঘোষণা দেওয়ার পরও সংগ্রহ করেন না। এমতাবস্থায় আমি উক্ত দ্রব্য কি করব?

-মুস্তাফীযুর রহমান
শামসুন বই ঘর
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ক্রেতার রেখে যাওয়া দ্রব্য যদি অল্প মূল্যের হয়, যা হারিয়ে গেলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তাহ'লে তা গ্রহণ করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাস্তায় একটা খেজুর পান অতঃপর তিনি বলেন, আমি ছাদকার খেজুর বলে ভয় না করলে খেয়ে নিতাম। *-বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৯৩২, 'লুকতা' অধ্যায়।* জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছড়ি, চাবুক, রশি এবং এগুলোর ন্যায় নগন্য জিনিস পেলে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। *-আবুদাঊদ, মিশকাত ২৬২ পৃঃ।* আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একবার আলী (রাঃ) একটা হারানো দীনার পেয়েছিলেন এবং তা ফাতেমা (রাঃ)-কে দিয়েছিলেন। অতঃপর সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইহা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা হ'তে খেলেন এবং আলী ও ফাতেমা খেলেন। পরে এক মহিলা ঐ দীনার খোঁজ করলে আলীকে ফেরত দিতে বলেন'। *-আবুদাঊদ, মিশকাত ২৬২ পৃঃ।*

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ মূল্যের প্রাপ্তবস্তু গ্রহণ করা যায়। তবে দামী দ্রব্য, যা হারালে মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা গ্রহণ না করে এক বছর প্রচার করতে হবে। অতঃপর মালিক বের না হ'লে নিজেও গ্রহণ করতে পারে অথবা দানও করতে পারে। যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, উহার থলি ও মুখবন্ধন চিনে লও। অতঃপর এক বছর তা প্রচার কর। যদি তার মালিক আসে তবে ভাল। নচেৎ তোমার ইচ্ছা (দান কর বা খাও)। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৬২ পৃঃ।*

প্রশ্ন (২৬/৫৬)ঃ ফুটবল, ক্রিকেট, কেরাম বোর্ড, হাডুডু, দাবা, তাস ইত্যাদি খেলা সমূহ কি শরীয়ত সম্মত? দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবদুল্লাহিল কাফী
ছোট বনগ্রাম,
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত খেলা সমূহ যদি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহ'লে তা অবশ্যই হারাম। জুয়া হচ্ছে এমন খেলা যাতে আর্থিক লাভ বা লোকসান হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শর, এসমস্ত হচ্ছে শয়তানের অপবিত্র কার্যকলাপ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক' (মায়েদা ৯০)।

উপরোক্ত খেলা যদি আল্লাহ্র স্মরণ থেকে ও ছালাত থেকে বিরত রাখে অথবা আপোষে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তাহ'লে তা নাজায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তাহ'লে কি তোমরা এসব থেকে বিরত থাকবে?' (মায়েদা ৯১)।

উক্ত খেলাসমূহ যদি আর্থিক, শারীরিক ও সময়ের ক্ষতির কারণ হয়, তাহ'লে তা থেকে বেঁচে থাকা যরূরী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা' (বাক্বারাহ ১৯৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিজের ক্ষতি করোনা অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করোনা। *-ইবনে মাজাহ 'আহকাম' অধ্যায়।* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পদকে অনর্থক নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন'। *-বুখারী, 'যাকাত' অধ্যায়; মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৭৫ পৃঃ।* অতএব খেলা যদি উল্লেখিত ক্ষতিসমূহ হ'তে মুক্ত হয় তাহ'লে তা জায়েয হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (২৭/৫৭)ঃ মৃত ব্যক্তির কবরে যেমন নেকী পৌঁছে তেমনি পাপ পৌঁছে কি? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
পাড়ালটোলা
দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তি যদি কোন পাপের মাধ্যম বা উৎস হন তাহ'লে ঐ উৎস গ্রহণ করে যত মানুষ পাপ করবে সকলের সমান পাপ ঐ ব্যক্তির আমলনামায় লিখা হবে। যেমন কোন লোক একটি টিভি ক্রয় করলে যত লোক ঐ টিভি-র মাধ্যমে অশ্লীল ছবি দেখবে, সকলের সমপরিমাণ পাপ টিভি ক্রেতার আমলনামায় লিখা হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহবান করবে তার জন্য সে পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে যা তার ডাকে সাড়া দানকারীর জন্য রয়েছে। অথচ তাদের ছওয়াব হ'তে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কাউকে পাপ কাজের দিকে আহবান করবে তার জন্যও সেই পরিমাণ পাপ রয়েছে, যা তার ডাকে সাড়া দানকারীদের জন্য রয়েছে। অথচ তাদের পাপ থেকে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। *-মুসলিম, মিশকাত ২৯ পৃঃ।*

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নেকীর কাজ চালু করবে তার জন্য তার কাজের বিনিময় রয়েছে এবং তার পরে যারা এ কাজ করবে তাদের কাজের ছওয়াবও সে পাবে। তবে তাদের নেকীতে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ কাজ চালু করবে তার জন্য তার কাজের পাপ রয়েছে এবং তার পরে যারা এ মন্দ কাজ করবে তাদের পাপের অংশও সে পাবে। অথচ তাদের পাপের বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। *-মুসলিম, মিশকাত ৩৩ পৃঃ।*

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন লোককে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তবে তার খুনের একটি অংশ আদম (আঃ)-এর ছেলে কাবিলের উপর অর্পিত হয়। কারণ সে প্রথম হত্যার নিয়ম চালু করেছে'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৩ পৃঃ।*

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নেকী যেমন কবরে পৌঁছে তেমনি পাপও কবরে পৌঁছে।

প্রশ্ন (২৮/৫৮)ঃ আমি সরকারী চাকুরী করি। এ জন্য আমাকে যথারীতি বেতনও প্রদান করা হয়। এক্ষণে কারো কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে দিলে খুশী হয়ে যদি সে ৫০/১০০ টাকা প্রদান করেন, তবে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-আবদুল বারী
গণপূর্ত সার্কেল
বরিশাল।

উত্তরঃ আপনি যেহেতু চাকুরীর বিনিময়ে নিয়মিত ভাতা গ্রহণ করে থাকেন, সেহেতু উক্ত অর্থ ঘুষ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত হবে অথবা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। *-আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫৩ সনদ ছহীহ 'শাসন ও বিচার' অধ্যায়।* বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন আমরা কাউকে কোন কাজে নিয়োগ করি তখন তাকে ভাতা প্রদান করি। অতএব সে এর অতিরিক্ত যা গ্রহণ করবে সেটা খেয়ানত হবে। *-আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮ সনদ ছহীহ 'শাসন ও বিচার' অধ্যায়।* অতএব উক্ত অর্থ গ্রহণ জায়েয নয়।

প্রশ্ন (২৯/৫৯)ঃ সব সময় টুপি ও পাগড়ী পরার দলীল কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাগড়ী পরে জুম'আর খুৎবা দিতেন কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-এম, এ, আবদুল কুদ্দূছ
ডাঃ যোহা কলেজ
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ সব সময় টুপি ও পাগড়ী পরিধান করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন সময় টুপি ও পাগড়ী পরিধান করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমর ইবনে হুয়াইরিছ (রাঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -কে খুৎবা দিতে দেখেছি এ অবস্থায় যে, তার সাথার উপর কালো পাগড়ী ছিল। *-মুসলিম, ইবনু মাজাহ 'লেবাস' অধ্যায় 'কালো পাগড়ী' অনুচ্ছেদ।* আমর ইবনে ওমাইয়া (রাঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -কে তাঁর পাগড়ী ও তাঁর মোযার উপর মাছাহ করতে দেখেছি। *-বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩।* আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুহরেম কোন্ কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি এবং মোযা পরতে পারবেনা। *-বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৯; বুখারী ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৬৩ 'টুপি পরিধান' অনুচ্ছেদ।*

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত পোষাকগুলো হজ্জ পালনের সময় পরিধান করা যায় না। তবে অন্য সময় পরিধান করা যায়।

প্রশ্ন (৩০/৬০)ঃ ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে প্রকাশিত আলোকচিত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর দাঁত, কাঠের বাটি, পেয়ালা, নিমুকদানী, চামচ, চামড়ার দস্তরখানা, রাসূল (ছাঃ) -এর দাড়ী, মক্কা ঘরের তালা-চাবি, কালো রং -এর জুব্বা, হাড় দ্বারা তৈরী চিরুনী, সুতীর টুপী, সুতী কাপড়ের তৈরী কোরতা, খেজুর গাছের ছালপূর্ণ বালিশ, সেগুন কাঠের তৈরী চৌকি, ঝাউ কাঠের তৈরী মিম্বার, নাইলন ফিতার

http://islaminonesite.wordpress.com

সেন্ডেল ইত্যাদি ছাপিয়ে ৫ টাকা মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। এর বৈধতা জানতে চাই।

-আবদুল হাফীয
জান্নাতপুর, চাঁদপাড়া
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত আসবাবপত্রগুলো ছাপিয়ে বিক্রি করা বিভিন্ন কারণে জায়েয নয়। (১) শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ) -এর কথা, কর্ম ও অনুমোদন অনুসরণের যোগ্য। তাঁর বাড়ী-ঘর বা আসবাবপত্র অনুসরণের যোগ্য নয়। বরং আসবাবপত্রগুলোকে ভক্তি করা বা ভক্তির লক্ষ্যে ক্রয় করা শিরক-বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। (২) এগুলো ছাপিয়ে বিক্রি করলে মুসলমানের আক্বীদা নষ্ট হয়ে যাবে। তারা এগুলো মনে-প্রাণে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করবে। যা শিরক। (৩) উপরোক্ত জিনিসগুলো ছাপাতে মিথ্যা ও কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কারণ, এগুলোর রূপরেখা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। বরং তাঁরা শিরক ও বিদ'আতের ভয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন। যেমন একথা সর্বজন বিদিত যে, ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে নষ্ট করেছিলেন এবং রাসূল (ছাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে গাছের নীচে বায়'আত নিয়েছিলেন সে গাছটি ওমর ফারূক (রাঃ) কেটে ফেলেছিলেন। কারণ, মানুষ সে গাছকে ভালবাসত এবং সেখানে যেত। ওমর (রাঃ) 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আমি জানি তুমি একটা পাথর মাত্র। তুমি কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারনা। যদি আমি রাসূল (ছাঃ) -কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহ'লে তোমাকে চুম্বন করতাম না'। *-বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ২১৭।* অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তু সম্মানের যোগ্য নয়। বরং শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ) -এর কথা, কর্ম ও অনুমোদনই অনুসরণের যোগ্য।

*****

ব্যাখ্যাঃ অক্টোবর'৯৯, পৃঃ ৪৯ প্রশ্নোত্তর (৩/৩)-য়ে 'যুলায়খার সাথে ইউসুফ (আঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল জেল থেকে বের হওয়ার এক বছর পরে এবং যুলায়খার স্বামী মারা যাবার পরে মিসরের বাদশাহের নিজস্ব উদ্যোগে' একথার সূত্র হিসাবে দ্রষ্টব্যঃ (১) কুরতুবী, সূরায়ে ইউসুফ ৫৪ আয়াতের তাফসীর। তাবেঈ বিদ্বান ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ও ইবনু যায়েদ প্রমুখাত বর্ণিত। ৯/২১৩-১৪ পৃঃ (২) ইবনু কাছীর, ঐ, ৫৪-৫৭ আয়াতের তাফসীর। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক -এর বর্ণনা। ২/৫০০ পৃঃ (৩) শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর, ঐ ৫০-৫৭ আয়াতের তাফসীর। যায়েদ বিন আসলামের বর্ণনা। ৩/৩৬ পৃঃ (৪) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীর বরাতে (বঙ্গানুবাদ, সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ৬৭৩।

উপরোক্ত তাফসীর সমূহে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, মিসরের তৎকালীন বাদশাহর নাম ছিল রাইয়ান বিন ওয়ালীদ, যিনি আমালীক্ব বংশের নৃপতি ছিলেন। যুলায়খা ছিলেন তাঁর ভাগিনেয়ী। যুলায়খার স্বামী উৎফীর বা ক্বিৎফীর। তিনি বাদশাহের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন এবং উপাধি ছিল 'আযীয'। কারু মতে তিনি পুরুষত্বহীন ছিলেন এবং সেকারণ তাদের কোন সন্তানাদি ছিল না। ইউসুফ (আঃ) জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন ও যুলায়খা বিধবা হন। ৩০ বছর বয়সে ইউসুফ (আঃ) জেল থেকে মুক্তি পান। অতঃপর এক বা দেড় বছর পরে বাদশাহ ইউসুফ (আঃ)-কে রাজস্ব বিভাগসহ নিজের বাদশাহী সোপর্দ করেন এবং তিনি ইউসুফ (আঃ)-কে স্বীয় বিধবা ভাগিনেয়ী যুলায়খার সাথে বিবাহ দেন। যুলায়খার গর্ভে ইউসুফ (আঃ)-এর দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। যাদের নাম হ'ল ইফরাঈম ও মানশা। প্রথম পুত্রের ছেলের নাম ছিল 'নূন'। যিনি খ্যাতনামা নবী ইউশা' বিন নূন (আঃ)-এর পিতা ছিলেন। ইফরাঈমের মেয়ের নাম ছিল 'রহমত'। যিনি আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন।

তবে কুরআন বা ছহীহ হাদীছ সমূহে এসবের বিস্তারিত কোন বর্ণনা নেই। যদিও কুরআনে একে 'সুন্দরতম কাহিনী' (ইউসুফ ৩) বলে অভিহিত করা হয়েছে। তথাপি সেখানে মৌলিক ও শিক্ষনীয় বিষয়গুলিই কেবল ইশারায় ও সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের ভিত্তি মূলতঃ ইহুদী-নাছারাদের বর্ণিত কাহিনী সমূহের উপরে। 'অহি' দ্বারা সত্যায়িত নয় বিধায় এগুলি সত্য বা মিথ্যা দু'টিই হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ হ'লঃ 'তোমরা আহলে কিতাবদের বক্তব্য সমূহকে সত্য মনে করো না বা মিথ্যা মনে করো না। বরং তোমরা বল যে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপরে এবং যা তিনি নাযিল করেছেন আমাদের প্রতি, তার উপরে' (বাক্বারাহ ১৩৬)। -বুখারী, মিশকাত হা/১৫৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। =পরিচালক, দারুল ইফতা।

শায়খ আলবানী আর নেই!

আধুনিক বিশ্বে হাদীছ শাস্ত্রের অনন্য প্রতিভা মুহাদ্দিছ কুল শিরোমণি শায়খ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (৮৬) গত ২২শে জুমাদাল আ-খেরাহ মোতাবেক ২রা অক্টোবর'৯৯ শনিবার দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। আলবেনিয়া থেকে সিরিয়ায় হিজরতকারী এই মহামনীষী গত জুলাই'৯৯-তে হাদীছ শাস্ত্রে অনন্য অবদানের জন্য 'বাদশাহ ফায়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার' লাভ করেছিলেন। এ বছরের ১৩ই মে সঊদী আরবের মুফতীয়ে 'আম শায়খ বিন বাযের (৮৬) মৃত্যু ও ২রা অক্টোবরে সিরিয়ার জামা'আতে আহলেহাদীছের আমীর শায়খ আলবানীর (৮৬) মৃত্যুর ফলে দু'দু'জন শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন ও হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতের অনন্য খিদমত হ'তে মুসলিম বিশ্ব বঞ্চিত হ'ল।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আগষ্ট'৯৯ সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠায় মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী রয়েছে। আগামীতে পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশের ইচ্ছা রইল। -সম্পাদক]

http://islaminonesite.wordpress.com